ালের কণ্ঠ

তারিখ ...17 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

‘হেডফোনে’ পরীক্ষা

পটুয়াখালী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

পটুয়াখালীতে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক পরীক্ষার্থী হেডফোন ব্যবহার করে পরীক্ষা দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের উত্তর বলে দিয়েছেন। জেলা শহরে ১৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রায় সব কেন্দ্রেই ছিল এমন চিত্র। সংশ্লিষ্টদের দাবি, কোনো অনিয়ম হয়নি।

পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ, নেছারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, শেরে বাংলা স্কুল ও লতিফ স্কুল কেন্দ্রের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, অনেক নারী পরীক্ষার্থী হলে মোবাইল ফোনের আধুনিক হেডফোন ব্যবহার করে উত্তরপত্র লিখেছেন। কেউ ঝুঁকি নিয়ে, কেউ আবার দায়িত্বরত শিক্ষককে ম্যানেজ করে হেডফোন ব্যবহার করেছেন। পরীক্ষার হলে দায়িত্বে থাকা কোনো কোনো শিক্ষকও পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়েছেন।

শহরের ইসহাক মডেল ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়া ইতি আক্তার জানান, তাঁর পেছনের বেঞ্চে যিনি (নারী) পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁর কানে পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হেডফোন ছিল। প্রতিটি উত্তর তিনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জেনে নিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষার হলে এসে অনেকের মোবাইল ফোন নিয়ে যান। ম্যাজিস্ট্রেট বলার পরও যাঁরা মোবাইল ফোন দেননি তাঁদের খাতা কিছু সময়ের জন্য নিয়ে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইতি আক্তার বলেন, অনেক পরীক্ষার্থী অনেক প্রশ্নের উত্তর না লিখে খাতা জমা দিয়েছেন। ওই পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের আর্থিক লেনদেন হয়েছে। শিক্ষকরা উত্তরপত্র সংশোধন করে দেবেন।

সূত্র জানায়, ওই শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার জেলা শহরে মোবাইল ফোনের খুচরা যন্ত্রাংশের দোকানগুলোতে প্রচুর হেডফোন বিক্রি হয়। পোস্ট অফিস রোডের সুপন্থা ইলেকট্রনিকসের মালিক মো. শহিদ শিকদার বলেন, ‘বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মোবাইলের হেডফোনের চাহিদা বেড়ে যায়। সারা দিন ভালো বেচাবিক্রি হয়েছে।’

অভিযোগ অস্বীকার করে পটুয়াখালী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আতাউর রহমান বলেন, ‘পরীক্ষার হলে কাউকেই কোনো মোবাইল বা ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নজরদারি ছিল। মোবাইল ফোনসেট নিয়ে হলে প্রবেশ করায় সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষকরা যাতে কাউকে উত্তর না বলে দেয় সেজন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া ছিল।’

এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে গতকাল শুক্রবার ‘এক পরীক্ষার্থীকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডিত মুরশালিন (২৫) ভোলাহাট উপজেলার গোহালবাড়ী ইউনিয়নের তৈয়ব আলীর ছেলে।

জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) রামকৃষ্ণ বর্মণ জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের ১৫টি কেন্দ্রে গতকাল সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়। এর মধ্যে শাহনেয়ামতুল্লা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে মুরশালিন তাঁর পরনের অন্তর্বাসের ভেতর মোবাইল ফোনসেট রেখে এর সঙ্গে তার যুক্ত করে একটি হেডফোন পরচুলার আড়ালে কানে লাগিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মাধ্যমে তিনি পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর জেনে নিচ্ছিলেন। আবেদনপত্রে দেওয়া ছবির সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল না থাকায় ও পরচুলা দেখে সন্দেহ হলে তাঁকে তল্লাশি করা হয়। তখন তাঁর কাছে মোবাইল ফোনসেট ও হেডফোন পাওয়া যায়।